Annual Report 1998

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৯৯৮

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

العرفة اسلامى بنك لميتيد

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD.

শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর অনন্য সমন্বয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
১৯৯৮

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

العرفة اسلامى بنك لميتيد

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং এর অনন্য সমন্বয়

সুদ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ. وَ اَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ. وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. (٢<٥)

কিন্তু যারা সুদ খায়, তাদের অবস্থা দাঁড়ায় সেই ব্যক্তির মতো যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগল ও সুস্থ-জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ, তারা বলে ঃ ব্যবসা তো সুদের মতোই জিনিস অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার আল্লাহর তরফ থেকে এই উপদেশ পৌঁছবে এবং ভবিষ্যতে এই সুদখোরী হতে বিরত থাকবে— সে আগে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২ ঃ ২৭৫)

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ. وَ اللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ. (٢< ٦)

আল্লাহ্ সুদকে নির্মূল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। এবং কোনো অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে মাত্রই পছন্দ করেন না। (২ ঃ ২৭৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. (٢< ٨)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো, আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমান এনে থাকো। (২ ঃ ২৭৮)

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ. وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ. لاَ تَظْلِمُوْنَ وَ لاَ تُظْلَمُوْنَ- (٢< ٩)

কিন্তু তোমরা যদি এরূপ না করো তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ এবং রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা রয়েছে। এখনো যদি তওবা করো (এবং সুদ পরিত্যাগ করো) তবে তোমরা মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী হবে। না তোমরা জুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে। (২ ঃ ২৭৯)

সুদ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর বাণী

১। সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন।' *-মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ*

২। সাহাবী জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লিখক ও সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ (লানত) দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী।' *-মুসলিম*

সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একইরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *-মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বল*

৩। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি নিশ্চিত ধ্বংসকারী বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করবে। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ।' *-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী*

৪। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কবিরা গুনাহ্ সাত প্রকার। তার মধ্যে তৃতীয়টি হলো সুদ।' *- মাসনাদে বাজ্জারে*

৫। হযরত আওন বিন আবি জুহাইয়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সুদখোর ও সুদ প্রদানকারীর উপর লানত দিয়েছেন।' *- বুখারী, আবু দাউদ*

৬। সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, চার শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না আর না সেখানকার কোনো নিয়ামতের স্বাদ তারা আস্বাদন করবে। তারা হলো ঃ (১) মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) এতিমের সম্পদ আত্মসাতকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান। *- হাকেম*

৭। সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (রাঃ) বলেছেন, সুদের ৭৩টি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম স্তরের অপরাধের পরিমাণ হলো মায়ের সাথে জেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হওয়ার সমান।

-ইবনে মাজাহ, হাকেম

সুদ সম্পর্কীয় গুনাহকে মায়ের সাথে জেনার সঙ্গে তুলনা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ অত্যন্ত মাসহুর বা সুপরিচিতি। আরো বহু সাহাবী এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) (বায়হাকী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) (তাবরানী), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) (বায়হাকী), বারা ইবনে আয়েব (রাঃ) তাবরানী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), ইবনে মাজা ও বায়হাকী।

৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-'রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সুদী খাতে কোনো মানুষ যদি এক দিরহামও গ্রহণ করে তাহলে তার অপরাধ ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম থাকা অবস্থায় ৩৩ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক। *-তাবরানী*

একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত কা'বুল আহবার (রাঃ) মাসনাদে আহমদ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হানজালা (রাঃ) ওহুদ শহীদ-মাসনাদে আহমদ, হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বায়হাকী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)। *-তাবরানী*

৯। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূল (সাঃ) বলেছেন, সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও।' *-তাবরানী।*

১০। হযরত আউফ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তুমি এমন গুনাহ্ থেকে সর্বদাই আত্মরক্ষা করবে যা কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো সুদখোর। যে ব্যক্তি সুদ খায় সে হাসরের ময়দানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য মাতাল অবস্থায় উত্থিত হবে।' *-তাবরানী*

১১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অবশ্য অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগে পৌছবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না- সে সুদী কারবারের সাথে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো না কোনো উপায়ে) জড়িত থাকবে না। যদি কোনো লোক সুদের স্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, তার জন্য তা হবে সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব প্রয়াস। কিন্তু আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকতে হবে। *-আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্*

অনুবাদ ঃ এ. জেড. এম. শামসুল আলম

ব্যাংকের উদ্যোক্তাগণ

০১. আলহাজ্ব এ. জেড. এম. শামসুল আলম
০২. আলহাজ্ব হারুন-অর-রশীদ খান
০৩. আলহাজ্ব আহমেদ আলী
০৪. আলহাজ্ব নাজমুল আহসান খালেদ
০৫. আলহাজ্ব মোঃ সাইফুল আলম
০৬. আলহাজ্ব ডাঃ বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইউসুফ
০৭. আলহাজ্ব আব্দুল মালেক মোল্লা
০৮. আলহাজ্ব ডাঃ ডি. এম. আমানুল হক
০৯. আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হাদী
১০. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ হারুন
১১. আলহাজ্ব মোঃ বাদশা মিয়া
১২. আলহাজ্ব মোঃ এজহার মিয়া
১৩. আলহাজ্ব হাফেজ মোঃ এনায়েত উল্যা
১৪. আলহাজ্ব মোঃ নূরুল হক
১৫. আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন
১৬. আলহাজ্ব কাজী মোঃ মফিজুর রহমান
১৭. আলহাজ্ব মীর আহামদ সওদাগর
১৮. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া
১৯. আলহাজ্ব বদিউর রহমান
২০. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ মাহতাবুর রহমান
২১. আলহাজ্ব আব্দুল মোক্তাদীর
২২. আলহাজ্ব কাজী আবু কাউছার
২৩. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ নওয়াব আলী ভূইয়া

চতুর্থ পরিচালক পর্ষদ

আলহাজ্ব এ. জেড. এম. শামসুল আলম	চেয়ারম্যান
আলহাজ্ব হারুন-অর-রশীদ খান	পরিচালক
আলহাজ্ব আহমেদ আলী	পরিচালক
আলহাজ্ব নাজমুল আহসান খালেদ	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ সাইফুল আলম	পরিচালক
আলহাজ্ব ডাঃ বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইউসুফ	পরিচালক
আলহাজ্ব আব্দুল মালেক মোল্লা	পরিচালক
আলহাজ্ব ডাঃ ডি. এম. আমানুল হক	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হাদী	পরিচালক
আলহাজ্ব মুহাম্মাদ হারুন	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ বাদশা মিয়া	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ এজহার মিয়া	পরিচালক
আলহাজ্ব হাফেজ মোঃ এনায়েত উল্যা	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ নূরুল হক	পরিচালক
আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন	পরিচালক
আলহাজ্ব কাজী মোঃ মফিজুর রহমান	পরিচালক
আলহাজ্ব মীর আহামদ সওদাগর	পরিচালক
আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া	পরিচালক
আলহাজ্ব বদিউর রহমান	পরিচালক
আলহাজ্ব মুহাম্মাদ মাহতাবুর রহমান	পরিচালক
আলহাজ্ব আব্দুল মোক্তাদীর	পরিচালক
আলহাজ্ব কাজী আবু কাউছার	পরিচালক
আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান	পরিচালক
আলহাজ্ব আব্দুল আহাদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রথম শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক	চেয়ারম্যান
মাওলানা মুহীউদ্দিন খান	সদস্য
মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সদস্য
মাওলানা মুফ্তি আবদুল বারী	সদস্য
মাওলানা ইউসুফ আব্দুল মজিদ	সদস্য
জনাব গাজী শামসুর রহমান	সদস্য
জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম	সদস্য

নির্বাহীবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আব্দুল আহাদ

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট

নূরুল ইসলাম
মতিন উদ্দিন আহমদ বড় ভূইয়া

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

মু. মুবারক হুসেইন
মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া
এ. কে. এম. ফজলুল হক
এস. এ. এম. হাবিবুর রহমান

ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফয়েজ আহমদ
লুৎফুর রহমান চৌধুরী
গোলাম সরওয়ার
মুঃ তোফাজ্জল হোসেন
মোঃ আনিছুর রহমান
আব্দুল গোফরান
সৈয়দ এমদাদুল হক

সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট

মুহাম্মাদ মোয়াজ্জম হোসেন
চৌধুরী মোশতাক আহমদ
মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান
হাদী ফেরদাউস আহমদ
মুহাম্মাদ মাহতাব হোসেন
মুহাম্মাদ আওকাত আলী
এ. এইচ. এম. মুসা
মোঃ এমদাদুল হক
মোল্লা আলী আহমদ
এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
আবদুল হালিম শিকদার
মোঃ আবদুল হক
মোঃ আবদুল জলিল মিয়া
মোঃ নূরুল আবসার

সচিব

মোঃ আনিছুর রহমান

নিরীক্ষক

এম. আহমেদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস
৭,বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।

নিবন্ধনকৃত কার্যালয়

১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
টেলেক্স ঃ ৬৩২৪০৯ AIBM BJ
ফোন ঃ পিএবিএক্স ৯৫৬৮০০৭, ৯৫৬০১৯৮, ৯৫৬৭৮৮৫, ৯৫৬৭৮১৯
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৯৩৫১
E-mail : alarafah@bangla.net

চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে আগামী ২৩ আগস্ট, ১৯৯৯ সোমবার সকাল ১১.০০টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ঃ

আলোচ্যসূচি ঃ

১। ১২ মার্চ, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

২। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত হিসাবপত্র এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

৩। পরিচালকমন্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৯৮ সালের লভ্যাংশ ঘোষণা।

৪। ব্যাংকের আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের আর্টিকেল ৯৮ অনুযায়ী পরিচালকদের অবসরগ্রহণ ও তদস্থলে পরিচালক নির্বাচন এবং আর্টিকেল ১০০ অনুযায়ী অবসরগ্রহণকারী পরিচালকগণ পুনঃনির্বাচনের যোগ্য।

৫। ব্যাংকের আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশনের আর্টিকেল ৯০.১ অনুযায়ী সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের (গ্রুপ-বি) মধ্যে হতে ২ (দুই) জন পরিচালক নির্বাচন।

৬। ব্যাংকের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৭। সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা।

ব্যাংকের সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারকে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,

তারিখ ঃ ০৮ জুলাই, ১৯৯৯

মোঃ আনিছুর রহমান
ভাইস প্রেসিডেন্ট
ও
সচিব

দ্রষ্টব্য ঃ

১. ব্যাংকের শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার ০৩-০৮-১৯৯৯ থেকে ২৩-০৮-১৯৯৯ (উভয় দিনসহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

২. সাধারণ সভায় উপস্থিতি ও ভোট প্রদানের অধিকারপ্রাপ্ত কোনো শেয়ারহোল্ডার তাঁর পরিবর্তে সভায় উপস্থিত হওয়া ও ভোট প্রদানের জন্য একজনকে প্রক্সি মনোনীত করতে পারবেন। প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ৮/- টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ব্যাংকের শেয়ার বিভাগে (১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০) অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৩. সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্য হতে পরিচালক নির্বাচন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং নমিনেশন ফরম ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিস এবং শেয়ার বিভাগে ১০-০৮-১৯৯৯ তারিখ হতে পাওয়া যাবে। ব্যাংকের শেয়ার বিভাগে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সর্বশেষ সময় হচ্ছে ১৬-০৮-১৯৯৯ দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৭-০৮-১৯৯৯ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। ১৮-০৮-১৯৯৯ দুপুর ১২টার মধ্যে মনোনয়নপত্র বাছাই সম্পন্ন করা হবে। বৈধ প্রার্থীদের তালিকা ১৯-০৮-১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিসে/ শেয়ার বিভাগের নোটিশ বোর্ডে দেয়া হবে।

৪. পরিচালক পদের জন্য প্রার্থীর নিজ নামে এজিএম-এর কমপক্ষে ৬ মাস আগে ব্যাংকে রেজিস্টারভুক্ত ন্যূনতম ১০ (দশ)টি দায়মুক্ত শেয়ার থাকতে হবে।

৫. সভাকক্ষের আসন কেবলমাত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/ প্রক্সিহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষিত।

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা নিখিল জাহানের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্য। শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ,

পরিচালক পর্ষদ আনন্দের সাথে চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদেরকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছে এবং ৩১-১২-১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসহ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে।

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

অভ্যন্তরীণ সম্পদের মোট প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার পূর্ববর্তী বছরের ৫.৯ শতাংশ থেকে '৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৫.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের ৩.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার '৯৬-৯৭ অর্থবছরের ৬.৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে '৯৭-৯৮ অর্থবছরে ৩.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরের ২.৫ শতাংশের স্থলে ৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. ব্যাংকিং সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার

১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ তফসিলী ব্যাংকসমূহের মোট জমার পরিমাণ ৫৮০,৭১৪.৪০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এই জমার পরিমাণ ছিল ৫১০,৫৬৯.৬০ মিলিয়ন টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৭৪ শতাংশ। অথচ পূর্ববর্তী বছরে এই হার ১০.৫৩ শতাংশ ছিল। অভ্যন্তরীণ মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ৪৭৪,৪১৯.৬০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৪২৬,৩২১.২০ মিলিয়ন টাকা। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের প্রবৃদ্ধির হার ১০.০৭ শতাংশের স্থলে ১১.২৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা ছিল ৫৯৩০টি। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩৬২২টি গ্রামীণ শাখাসহ মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৯৬৯টিতে।

পুঁজির পর্যাপ্ততার নিয়ম মোতাবেক মোট জমার শতকরা ৬ ভাগের স্থলে বর্তমানে রিস্ক ওয়েটেড পরিসম্পদের ৮ শতাংশ পুঁজি হিসাবে সংরক্ষণ করতে হয়। এর মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে শতকরা ৪ ভাগ এবং সহায়ক মূলধন হিসাবে অবশিষ্টাংশ সংরক্ষণ করতে হয়। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক হার (Bank Rate) শতকরা ৮ শতাংশে অপরিবর্তিত ছিল।

৩. ব্যাংকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ক. ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত ও ইসলামী শরীয়ার বিধান মোতাবেক পরিচালিত হয়।

খ. হালাল পণ্য ক্রয় বিক্রয় নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেও ব্যাংক বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। পর্যালোচনাধীন বছরে বিনিয়োগ আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

গ. ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমের উপর সর্বদা পর্যাপ্ত তদারকি অব্যাহত রাখা হয় যাতে কোনো বিনিয়োগ খেলাপী হয়ে গিয়ে পরবর্তীকালে বিনিয়োগ আয়ের ব্যত্যয় ঘটাতে না পারে।

ঘ. যেহেতু ব্যাংক সার্বিকভাবে বিনিয়োগ তত্ত্বাবধান করে এবং মুদারাবা ও আল-ওয়াদিয়া নীতিমালার অধীন জমা গ্রহণ করে, সেহেতু গ্রাহকগণ ব্যাংকের সাথে একাত্মতা অনুভব করে এবং তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকিং মূলত একটি কল্যাণমুখী ব্যাংকিং পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক দুস্থ, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহায়তা দিয়ে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়নেও এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চ. ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে অনুসরণ করে চলতে হয়। এ কারণে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা গ্রাহকদেরকে উন্নততর সেবা প্রদান করে থাকেন।

৪. মূলধন

ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১২৬.৫০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২৫৩.০০ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধান মোতাবেক পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে ব্যাংকের শেয়ার বিক্রির জন্য সাধারণ্যে প্রস্তাব রাখা হয়। শেয়ার ক্রয়ের জন্য প্রায় দ্বিগুণ টাকা জনসাধারণের পক্ষ থেকে জমা পড়ে। এতে ব্যাংকের প্রতি সর্বসাধারণের সার্বিক আস্থা প্রস্ফুটিত হয়।

মূলধন
(মিলিয়ন টাকায়)

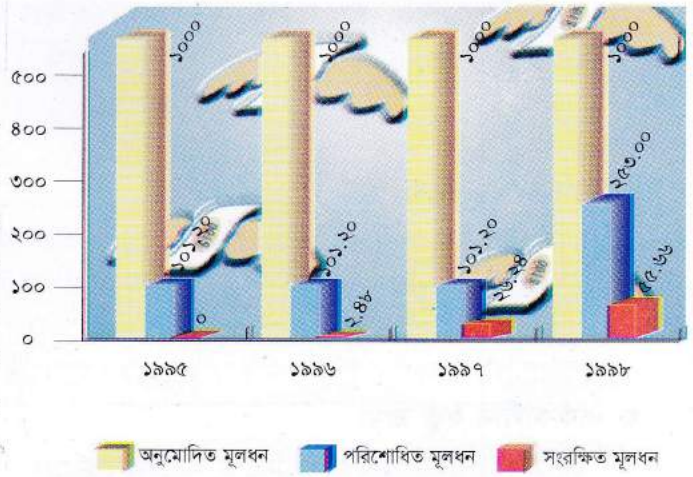

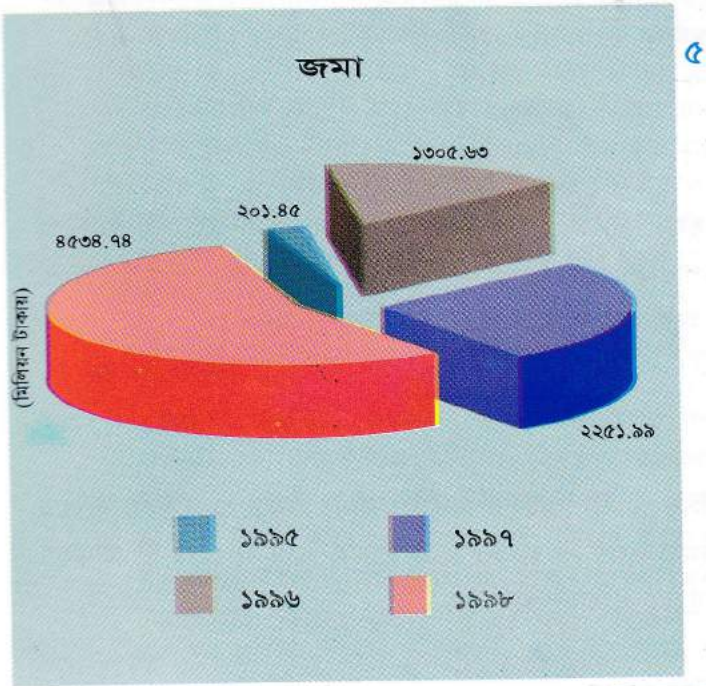

৫. জমা

ব্যাংকের জমা ৩১-১২-৯৭ তারিখে ২২৫১.৯৯ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩১-১২-৯৮ তারিখে ৪৫৩৪.৭৪ মিলিয়ন টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। সার্বিক ব্যাংকিং সেক্টরে এই ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৯.০৭ শতাংশ মাত্র। আমাদের ব্যাংকে পূর্ববর্তী বছরের ৭২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির স্থলে পর্যালোচনাধীন বছরে ১০২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক দিনে দিনে জনপ্রিয়তা লাভ করছে এবং জমাদাতারা তাঁদের তহবিল এই ব্যাংকে জমা রেখে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি তাঁদের অব্যাহত সমর্থন ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যেই জমা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চালু করেছে যা দিনে দিনে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

ক. মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী জমা ঃ

এই প্রকল্পাধীনে মাসে ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ১৫০০ টাকা এবং ২০০০ টাকা হারে জমা রাখা হয়। এই স্কীমের অধীনে জমার মেয়াদ ৫, ৮, ১০ কিংবা ১২ বছর হয়ে থাকে। মেয়াদান্তে লভ্যাংশসহ জমা উত্তোলন করতে হয়।

খ. মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা ঃ

এই প্রকল্পের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ১.০০ লাখ, ১.১০ লাখ, ১.২০ লাখ ও ১.২৫ লাখ টাকা কিংবা তার গুণিতক অংকে জমা গ্রহণ করা হয়। পর্যালোচনাধীন বছরে ব্যাংক লাখ প্রতি মাসিক ৯৭৪ টাকা এবং তদুর্ধ জমার জন্য আনুপাতিক হারে মুনাফা প্রদান করেছে। অবশ্য ১৯৯৯ সালের জন্য এই লভ্যাংশের পরিমাণ লাখ প্রতি মাসিক ১১৫০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। লাখের অধিক অংকের জন্য এর আনুপাতিক হারে মুনাফা প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত হার বছর শেষে হিসাব সমাপ্তির পর সমন্বয় সাপেক্ষ।

গ. মাসিক হজ্ব জমা

মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ১ থেকে ২০ বছর সময়ের জন্য হজ্ব জমা গ্রহণ করা হয়। হিসাবের মালিক এই ধরনের হিসাবে জমা সঞ্চয় করে লভ্যাংশসহ সঞ্চিত অর্থে হজ্ব পালন করতে পারেন।

ঘ. এককালীন হজ্ব জমা

এই প্রকল্পের অধীনে একটা নির্দিষ্ট অংকের হজ্ব জমা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রহণ করা হয়। নিয়মমাফিক এই জমার সাথে বছর বছর লভ্যাংশ যুক্ত হতে থাকে। যখনই এই ধরনের জমার মেয়াদ পূর্ণ হয় তখন তদ্বারা জমাদাতা হজ্ব ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। এই প্রকল্পাধীনে অভিভাবকরা তাদের উত্তরাধিকারীদের হজ্ব পালনের জন্যও হিসাব খুলতে পারেন। ব্যাংক এই ধরনের জমার উপর সর্বোচ্চ হারে মুনাফা প্রদান করে।

ঙ. সঞ্চয় বিনিয়োগ জমা

এই প্রকল্পাধীনে মাসিক কিস্তি ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সহায়ক জামানত ছাড়া জমাদাতাকে তাঁর জমার দ্বিগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পাধীনে যেকোনো ব্যক্তি তাঁর সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

চ. বিবাহ সঞ্চয় জমা ও বিনিয়োগ প্রকল্প

বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই ধরনের হিসাবে মাসিক নির্দিষ্ট কিস্তিতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত টাকা জমা রাখতে হয়। গহনা, আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনার জন্য ব্যাংক জমার দ্বিগুণ কিংবা ৩০,০০০ টাকার মধ্যে যা বেশী সে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করে। বিনিয়োগের জন্য সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হয় না।

আকার অনুযায়ী ৩১-১২-১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের জমা নিম্নলিখিত ছকে প্রদর্শন করা গেল ঃ

আকার অনুযায়ী জমা

(মিলিয়ন টাকায়)

আকার		হিসাবের সংখ্যা	পরিমাণ
১	৫০০০	২০৬৪৯	৯১.৮৯
৫০০১	১০০০০	৩৫২৮	৩১.১৮
১০০০১	২৫০০০	৫৯৪৭	১২২.৬৯
২৫০০১	৫০০০০	২২৬৬	৯৬.৩৭
৫০০০১	১০০০০০	১৮৯৪	১৪২.৭৮
১০০০০১	২০০০০০	১৫২০	১৭৫.৯১
২০০০০১	৩০০০০০	৬৬৮	১৪৪.০৮
৩০০০০১	৪০০০০০	৩১৭	৯৬.৯৭
৪০০০০১	৫০০০০০	২০০	৮২.০২
৫০০০০১	১০০০০০০	৪০৭	২৮৫.৮০
১০০০০০১	২৫০০০০০	২৯৬	৪০০.৬৮
২৫০০০০১	৫০০০০০০	৭৯	২৪১.০৩
৫০০০০০১	৭৫০০০০০	১৯	১২৩.৮৪
৭৫০০০০১	১০০০০০০০	২০	১৮১.০০
১০০০০০০১	৫০০০০০০০	১০	৩৯৫.৪৫
৫০০০০০০১	১০০০০০০০০	১৯	১০৬৫.৮২
১০০০০০০০১	এবং উর্ধ্বে	৩	৮৫৭.২৩
	মোট ঃ	৩৭৮৪২	৪৫৩৪.৭৪

৬. বিনিয়োগ

পূর্ববর্তী বছরের ১৭৪৫.৫৪ মিলিয়ন টাকা থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে পর্যালোচনাধীন বছরে ২২৫৯.৭৬ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ। অথচ সার্বিক ব্যাংকিং সেক্টরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.৫৭ শতাংশ মাত্র। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে পর্যালোচনাধীন বছরে প্রায় স্থবির অবস্থা বিরাজমান থাকলেও ব্যাংকের বিনিয়োগ হ্রাস না পেয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সর্বস্তরের কর্মচারীগণের যৌথ নিরলস প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। ব্যাংক নিম্নলিখিত শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রাহকদেরকে বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে।

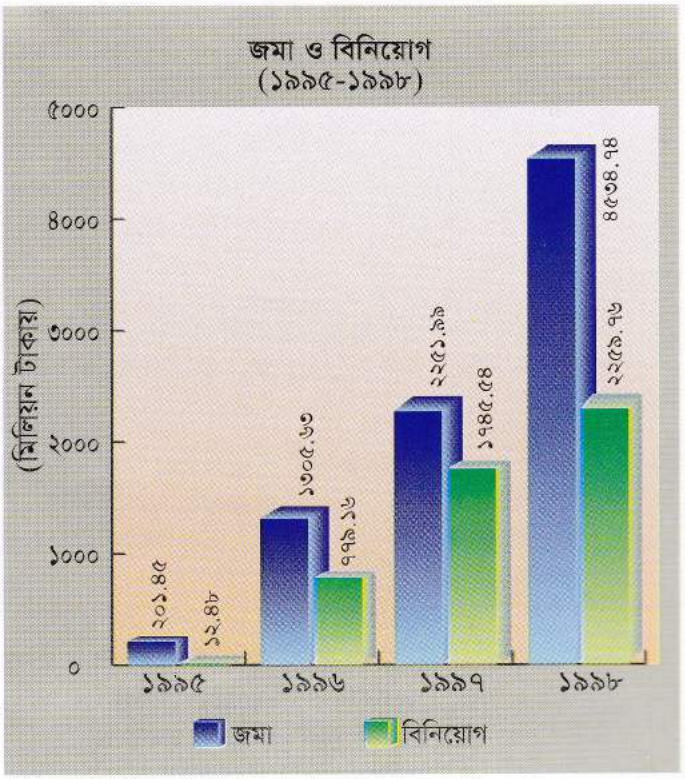

ক. মুরাবাহা

মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহকের ফরমায়েশ মোতাবেক শরীয়াহ্ অনুমোদিত কোনো পণ্য ক্রয় করে লাভসহ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়। অন্য কথায়, ক্রয় মূল্যের সাথে লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় করাকে মুরাবাহা বলে। বিনিয়োগ গ্রাহকের ফরমায়েশ মোতাবেক কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে মাল

কেনা হয়। ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য উভয়ই গ্রাহককে অবহিত করা হয়। মাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। গ্রাহক ক্রমান্বয়ে অথবা এককালীন পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতঃ মালের ডেলিভারী নিয়ে থাকেন।

খ. বাই-মুয়াজ্জেল

বাই-মুয়াজ্জেল বলতে ক্রয় মূল্যের সাথে লভ্যাংশ যোগ করতঃ বাকিতে বিক্রয় করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিতে হয়। গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত নিশ্চিত চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের ফরমায়েশ মোতাবেক কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে মাল কেনা হয়। ব্যাংক মাল স্বীয় অধিকারে আনার পর বাকিতে গ্রাহককে ডেলিভারী দেয়। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করেন। ক্রমান্বয়ে পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বাই-মুয়াজ্জেল হিসাব সমন্বিত হয়।

গ. বাই-সালাম (আগাম ক্রয়)

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো উৎপাদক কিংবা সরবরাহকারীর নিকট থেকে নিশ্চিত চুক্তির ভিত্তিতে মাল ক্রয় করে নেয়। পণ্যের মূল্য আগাম পরিশোধ করা হয় এবং নির্ধারিত ভবিষ্যত কোনো তারিখে ব্যাংক-কে মাল সরবরাহ করা হয়। এই চুক্তিতে মালের পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার-আকৃতি, মূল্য, ডেলিভারীর সময় ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

ঘ. ইজারা বিল-বাইয়ি (হায়ার পার্চেস সির্‌কাতুল মিল্‌ক)

ক্রমাগত ব্যবহার করা যায় এমন পণ্য যেমন মোটর গাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয় পক্ষ থেকে পুঁজি যোগানোর মাধ্যমে ক্রয় করতঃ ভাড়ার ভিত্তিতে গ্রাহককে প্রদান করা হয়। উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহক কিস্তিতে ব্যাংকের মূল পাওনা ও ভাড়া পরিশোধ করেন। ব্যাংকের মূল বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে ভাড়া সাব্যস্ত করা হয়। ব্যাংকের মূল বিনিয়োগ যতদিন পরিশোধিত না হচ্ছে ততদিন গ্রাহক পণ্যটির উপর ভাড়া প্রদান করে থাকেন।

ঙ. মুদারাবা

উদ্যোক্তার দক্ষতা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যাংক গ্রাহককে পুরো মূলধন সরবরাহ করে। ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষ সম্মত হারে লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। কিন্তু লোকসানের পুরো দায়ভার ব্যাংক একাই বহন করে। ব্যাংক যদি ইচ্ছা করে কিংবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই ধরনের বিনিয়োগ তদারক করতে পারে। কিন্তু সরাসরি ব্যবসা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

চ. মুশারাকা

ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত শিরকাত আল ইনান নীতিমালার অধীনে উভয় পক্ষ (ব্যাংক এবং গ্রাহক) পুঁজির যোগান দেয়। লাভ উভয় পক্ষ সম্মত হারে বন্টন করে নেয়। কিন্তু লোকসান পুঁজির আনুপাতিক হারে বহন করতে হয়। ব্যাংক বিনিয়োগের ব্যবহার তত্ত্বাবধান করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।

ছ. কর্জ

ব্যাংক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যথাযথ জামানতের বিপরীতে কর্জ বা ঋণ প্রদান করে থাকে। এই ক্ষেত্রে পুঁজির জন্য ব্যয়ের আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়।

জ. বিশেষ বিনিয়োগ

আয় বর্ধন কর্মকান্ডসহ অর্থনীতির সকল দিক আওতায় আনার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনী স্কীমের মাধ্যমে ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও নিবিড়ভাবে তদারক ও পর্যালোচনা করছে। ব্যাংক ইতোমধ্যেই সীমিত আয়ের লোকজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বর্ধন কর্মকান্ডে অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চালু করেছে।

১. কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প।
২. মসজিদ-মাদ্রাসা ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প।
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প।
৪. বিশেষ পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প।
৫. পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প।

খাতওয়ারী আকার অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের কয়েকটি নির্ঘন্ট নিম্নে প্রদান করা গেল ঃ

আকার অনুযায়ী বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

আকার		হিসাব সংখ্যা	পরিমাণ	
টাকা	১	৫০০০	১১৫	.৫২
টাকা	৫০০১	১০০০০	২০৫	১.৫৫
টাকা	১০০০১	২৫০০০	৭৪১	১১.১৪
টাকা	২৫০০১	৫০০০০	২৭৫	১১.১৪
টাকা	৫০০০১	১০০০০০	৮৯৫	৪৫.১৯
টাকা	১০০০০১	২০০০০০	২৭৫	৩৩.২০
টাকা	২০০০০১	৩০০০০০	১৯৫	৩৯.১৩
টাকা	৩০০০০১	৪০০০০০	১০৫	৮১.৫৫
টাকা	৪০০০০১	৫০০০০০	১১৫	৪৬.০৮
টাকা	৫০০০০১	১০০০০০০	৯২	৮৮.৭৮
টাকা	১০০০০০১	২৫০০০০০	৫১৫	৪৯০.৫০
টাকা	২৫০০০০১	৫০০০০০০	২২৫	৫১৫.৭৫
টাকা	৫০০০০০১	৭৫০০০০০	৭৫	৩৭৫.১১
টাকা	৭৫০০০০১	১০০০০০০০	৫০	৩৭৫.০০
টাকা	১০০০০০০১	এবং উর্ধ্বে	১০	১৪৫.১২
		মোট ঃ	৩৮৮৮	২২৫৯.৭৬

খাতওয়ারী বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের খাত	টাকা
১	চিনি	১১৭.৬২
২	সিমেন্ট	১২৫.০৭
৩	ভোজ্য তেল	২৬.১৪
৪	শিশু খাদ্য/ গুঁড়ো দুধ	৭৬.৬৭
৫	রিয়েল এস্টেট	৯.৮১
৬	শিপ ব্রেকিং	১১৫.৩৪
৭	টেক্সটাইল	৬৫.১৪
৮	গার্মেন্টিস	১৮৫.৩২
৯	গোল আলু	২৫.৪২
১০	কাপড়	৫৫.১৪
১১	এম এস রড, সিআই সীট, বিপি সীট	১৯৩.৯১
১২	কয়লা	৪৫.৮৯
১৩	নাইলন ও মনোফিলামেন্ট নেট	১৭.১৩
১৪	রাসায়নিক দ্রব্য	১১৮.৩১
১৫	গম	৬৫.১২
১৬	পি ভি সি রেজিন	৭৪.১২
১৭	ডিটারজেন্ট পাউডার	৪১.৭০
১৮	জিরা	৩৫.৬১
১৯	ফেব্রিক্স ও এক্সেসরিজ	৭৯.৪০
২০	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী	৩৮.৫০
২১	স্টেপলার/ পিন	৫.১০
২২	সুয়েটার	৬.২০
২৩	ছাতার কাপড় ও ছাতার শিক	১৫.১০
২৪	সার	৬৫.১১
২৫	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী	৬১.৬২
২৬	নিউজপ্রিন্ট	৭২.১০
২৭	পাওয়ার টিলার	৪৯.০৩
২৮	ফটোস্ট্যাট মেশিন ও টাইপ-রাইটার	১৫.৪০
২৯	মোটর সাইকেল	২৫.৩১
৩০	সিল্ক	৩.৬০
৩১	মোটর গাড়ী	১৮.২০
৩২	চাল	৯.৭১
৩৩	ভিজা খেজুর	১.০১
৩৪	লবণ	৭.৯০
৩৫	ধর্মীয় বই পুস্তক	৭.০৩
৩৬	যন্ত্রপাতি	৫.৮০
৩৭	এয়ারকুলার	৩.৫৫
৩৮	গ্লাসওয়্যার	১৬.৭৭
৩৯	পরিবহন	৫.০৩
৪০	অন্যান্য	৩৫৪.৮৩
	মোট ঃ	২২৫৯.৭৬

কাঙ্ক্ষিত সামগ্রীতে বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নং	শাখার নাম	হিসাব সংখ্যা	বন্টনের পরিমাণ	পাওনার পরিমাণ
১.	মতিঝিল	৭৪	৪.৫৬৯	২.৮৯
২.	সিলেট	২৯	১.০৪৭	৫.৩৪
৩.	আগ্রাবাদ	১৭৪	৬.৪৬৬	৩.৪৪
৪.	খুলনা	১৩০	৩.৫১৩	১.৯৫
৫.	রাজশাহী	৪৬	২.৪৫৫	১.০৫
৬.	বগুড়া	৪০	১.১৪১	১.৬৫
৭.	বরিশাল	৩৫	১.৬০৪	১.০১
৮.	সাতক্ষীরা	১০৮	২.৬৬২	১.১৬
৯.	নওয়াবপুর রোড	৬	০.৪০৮	০.২৬
১০.	ভি.আই.পি রোড	১	০.০৩৫	০.০২
১১.	এলিফ্যান্ট রোড	১৫	০.৬০৭	০.৩৩
১২.	উত্তরা মডেল টাউন	৩৩	১.৫৩০	১.২১
১৩.	মিরপুর	৭	০.২০২	০.০৩
১৪.	কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল	১৪	০.৬৮০	০.৫৬
১৫.	মহাখালী	২৩	০.৭০৯	০.৪৫
	মোট ঃ	**৭০০**	**২৭.৬২৮**	**২১.৩৫**

মসজিদ / মাদ্রাসা ভিত্তিক বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	শাখার নাম	হিসাব সংখ্যা	বন্টনের পরিমাণ	পাওনার পরিমাণ
১.	মতিঝিল	১৬	০.৮৩২	০.৫৩
২.	সিলেট	১১	০.২৯৩	০.১৫
৩.	খুলনা	৯	০.২৫৯	০.১৭
৪.	রাজশাহী	১	০.০২৩	০.০২
৫.	খাতুনগঞ্জ	১১	০.৩২৩	০.২১
৬.	বরিশাল	৫	০.১৬২	০.০৮
৭.	সাতক্ষীরা	১১	০.২৩৫	০.১৪
৮.	নওয়াবপুর রোড	১	০.০২৫	০.০২
৯.	বেনাপোল	৫	০.১৪৬	০.০৯
১০.	ভি.আই.পি রোড	১	০.০১১	০.০১
১১.	এলিফ্যান্ট রোড	১	০.০২৯	০.০২
১২.	মহাখালী	১	০.০২৯	০.০২
১৩.	জিন্দাবাজার	৪	০.১১৭	০.১০
	মোট ঃ	**৭৭**	**২.৪৮৪**	**১.৫৬**

ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	শাখার নাম	গ্রাহকের সংখ্যা	বন্টনের পরিমাণ	পাওনার পরিমাণ
১.	লালদিঘীর পাড়	২২	০.৭২	০.৬৮
২.	বরিশাল	১২	০.৩৫	০.২৭
৩.	বেনাপোল	৩৫	১.২৪	১.১৬
৪.	ভি.আই.পি রোড	৩	০.০৫	০.০৫
৫.	এলিফ্যান্ট রোড	১০	০.২৯	০.২১
৬.	জিন্দাবাজার	২	০.০৭	০.০৬
		৪৮	২.৭২	২.৪৩

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য

আলোচ্য বছরে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংকের ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাংকের আয়ের একটা বিরাট অংশ বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে এসেছে। ১৯৯৮ সালে ব্যাংক ৫২৭৯.৫০ মিলিয়ন টাকার আমদানী বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৩২২৪.৫৬ মিলিয়ন টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬৪ শতাংশ। অপরদিকে, আলোচ্য বছরে ব্যাংক ১১০৩.৩০ মিলিয়ন টাকার রফতানী বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫৯২.২১ মিলিয়ন টাকা মাত্র। এই ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৮৬ শতাংশ। আলোচ্য বছরে ব্যাংক ১২৭টির অতিরিক্ত আরো তিনটি ব্যাংকের সাথে এজেন্সি ও Correspondent সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ছাড়া আরো দশটি (১০) ব্যাংকের সাথে অনুরূপ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক বিভাগকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে।

মূলধন, বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও মোট আয়

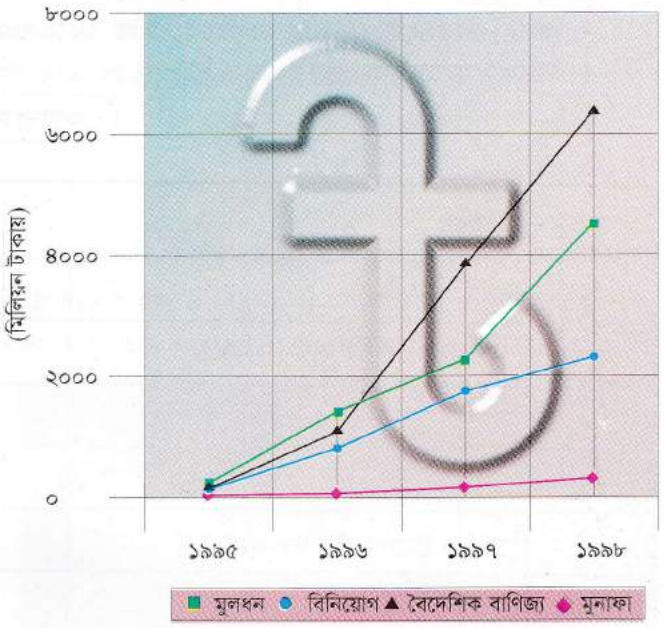

৮. জমার উপর বন্টিত মুনাফা

পূর্ববর্তী বছরের চাইতে আলোচ্য বছরে ব্যাংক জমাদাতাদের মধ্যে অধিক হারে মুনাফা বন্টন করেছে। পূর্ববর্তী তিন বছরের সাথে আলোচ্য বছরে বন্টিত মুনাফার একটি তুলনামূলক হার নীচের নির্ঘন্টে প্রদান করা গেল ঃ

বছরওয়ারী মুনাফার হার

ক্রঃ নং	জমার ধরন	১৯৯৫ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৬ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৭ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৮ সালে বন্টিত মুনাফার হার
১.	১ মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা	৬.৩২%	৭.০৩%	৭.৬৯%	৭.৯৮%
২.	০৩ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৬.৬৫%	৮.২৫%	৯.০৩%	৯.৩৫%
৩.	০৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৭.৭৫%	৮.৬২%	৯.৪৪%	৯.৭৭%
৪.	১২ মাস মেয়াদী মুদারাজা জমা	৮.১০%	৯.০০%	৯.৮৫%	১০.২০%
৫.	২৪ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৮.২০%	৯.১৯%	১০.০৫%	১০.৪০%
৬.	৩৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৮.৩০%	৯.৩৮%	১০.২৬%	১০৬২%
৭.	মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা	২.৯৪%	৩.২৮%	৩.৫৯%	৩.৭২%
৮.	মাসিক কিস্তিভিত্তিক হজ্ব জমা	৭.৭৮%	৯.৯৪%	১০.৮৭%	১১.২৭%
৯.	মাসিক কিস্তিভিত্তিক মেয়াদী জমা	৮.৭০%	৯.৮৫%	১০.৭৭%	১১.১৫%
১০.	এককালীন হজ্ব জমা	৯.১৩%	১০.৩২%	১১.৩১%	১১.৬৮%
১১.	মাসিক সঞ্চয়ী বিনিয়োগ জমা	৮.১৩%	৯.১৯%	১০.০৫%	১০.৪১%
১২.	মাসিক মুনাফা প্রদানভিত্তিক মেয়াদী জমা	৮.৪৫%	৯.৫৭%	১০.৪৬%	১১.৬৮%

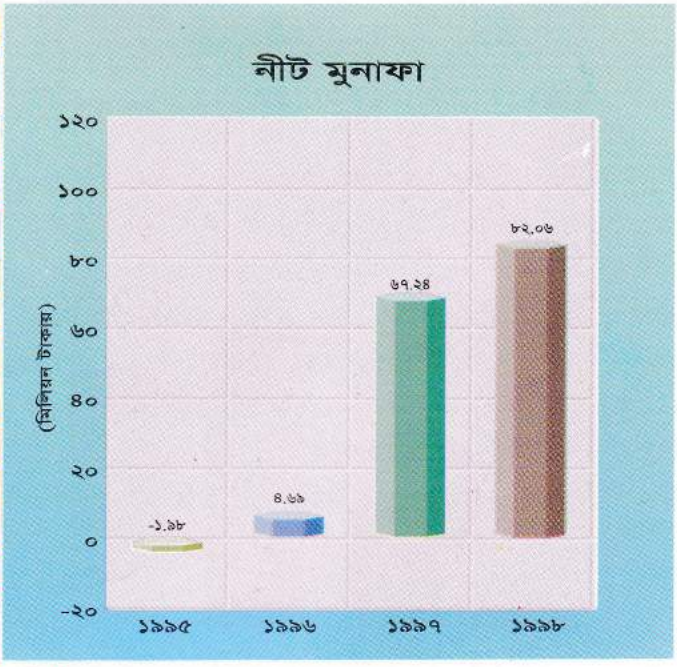

৯. মুনাফা বন্টন

ব্যাংক ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরে ৮২.০৬ মিলিয়ন টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

সারসংক্ষেপ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	৩১/১২/৯৭	৩১/১২/৯৮
০১.	মোট আয়	১৯৬.১৭	৩২২.৯৮
০২.	বাদ জমার উপর বন্টিত মুনাফা	৭২.৪৮	১৫৪.০৪
০৩.	বাদ বেতন ভাতা ও অন্যান্য খরচ	৫৬.৪৫	৮৬.৮৮
০৪.	মুনাফা	৬৭.২৪	৮২.০৬
০৫.	১৯৯৭ সালের অবন্টিত লাভ	.০৫	১.৬৪
		৬৭.২৯	৮৩.৭০
০৬.	মুনাফা বন্টন টাকা		
ক.	আয়কর	২৬.৯০	২৮.৭২
খ.	বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি	১৩.৪৫	১৬.৪১
গ.	প্রদেয় বোনাস শেয়ার/ডিভিডেন্ড	২৫.৩০	৩৭.৯৫
ঘ.	অবন্টিত লাভ	১.৬৪	০.৬২

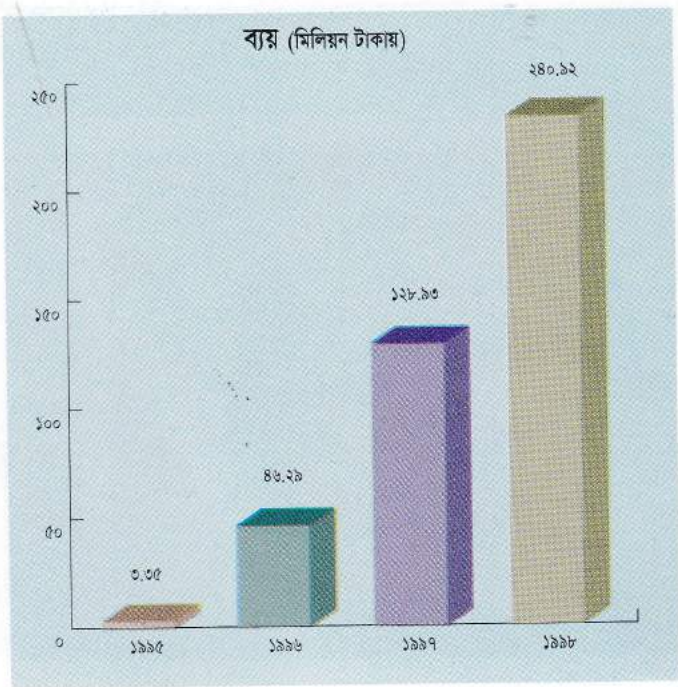

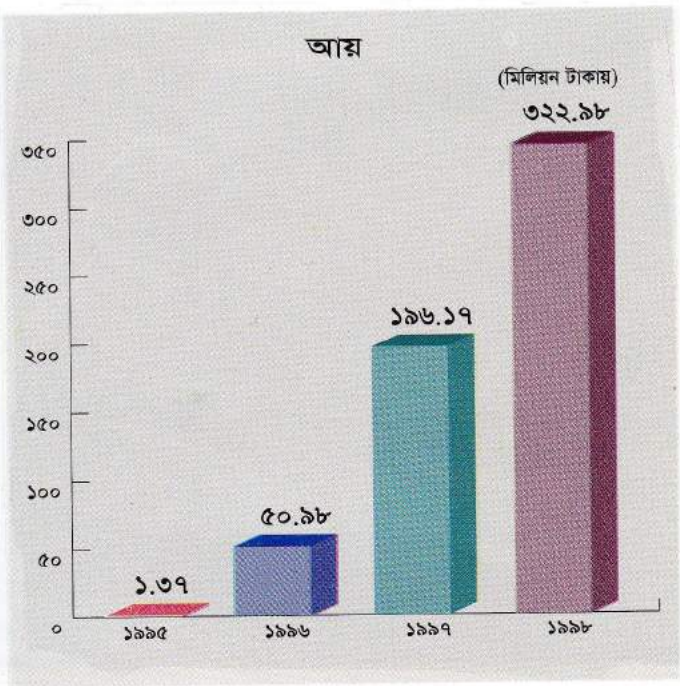

১০. পরিচালক পর্ষদের সভা

১৯৯৮ সালে পরিচালনা পর্ষদের ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া নির্বাহী কমিটি ১৭টি সভায় মিলিত হয়েছে। অধিকন্তু অন্যান্য কমিটি (যেমন– রিক্রুটমেন্ট কমিটি) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুসারে বৈঠকে মিলিত হয়েছে।

১১. পরিচালক নির্বাচন

ব্যাংকের সংঘবিধির ৯৮ বিধি মোতাবেক গ্রুপ 'এ'ভূক্ত ৭ জন পরিচালক (সর্বজনাব ১. আলহাজ্ব এ. জেড. এম. শামসুল আলম ২. আলহাজ্ব ডাঃ ডি. এম. আমানুল হক ৩. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ হারুন ৪. আলহাজ্ব বাদশা মিয়া ৫. আলহাজ্ব নুরুল হক ৬. আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া ৭. আলহাজ্ব আব্দুল মোক্তাদীর) অত্র সাধারণ সভায় অবসরগ্রহণ করবেন এবং বিধি ১০০ মোতাবেক তাঁরা সকলেই পুনঃনির্বাচনের যোগ্য হবেন। এ ছাড়া সংঘবিধির ৯০.১ বিধি মোতাবেক গ্রুপ 'বি' থেকে ২ জন নতুন পরিচালক নির্বাচিত হবেন।

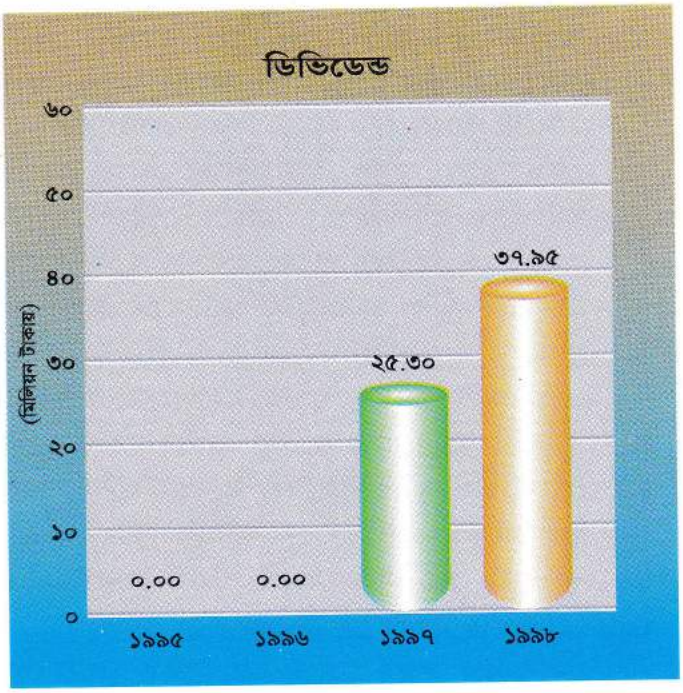

১২. ডিভিডেন্ড

পরিচালক পর্ষদ ১৯৯৮ সালের জন্য ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণকে ১৫ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছে। এতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সমর্থন প্রয়োজন। তাই অত্র সাধারণ সভায় উহা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে।

১৩. শাখা সম্প্রসারণ

অধিক সংখ্যক মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং এর আওতায় আনার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন শাখা খুলতে ব্যাংক সবিশেষ আগ্রহী। পূর্ববর্তী বছরের শাখা সংখ্যা ২০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১-১২-৯৮ তারিখে ৩০টিতে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯৯৯ সালের মধ্যে সম্ভব সর্বাধিক সংখ্যক শাখা খোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে এ ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শাখা খোলার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

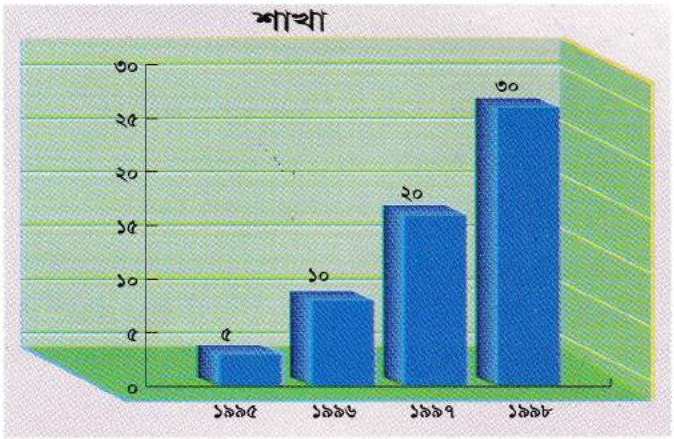

১৪. গ্রাহক সেবা

গ্রাহকদেরকে উন্নততর সেবা প্রদান এবং কার্যক্রমে সর্বাধিক দক্ষতা আনয়নের উপর ব্যাংক সবসময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাংকের সকল শাখাকে কম্পিউটার সজ্জিত করা হয়েছে।

মতিঝিল শাখার বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমও কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। অন্যান্য শাখার বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্যও ধীরে ধীরে কম্পিউটার সজ্জিত করা হবে; যাতে করে গ্রাহকদের আরো উন্নত সেবা প্রদান করা যায়।

১৫. প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা

জনশক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা অত্যন্ত জরুরী। যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য এবং মৌলিক শক্তিরূপে কাজ করে। একটি সনাতন সমাজ কাঠামোতে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উঁচুমানের অনুপ্রাণিত জনশক্তি অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন বাস্তব দিক এবং নৈতিক পুনর্গঠনের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। ১৯৯৮ সালে ১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১৮ কর্মদিবসে ২৫,০২৮ কর্মঘন্টায় বিভিন্ন স্তরের ৩৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের শেষ পর্যন্ত ২০৩ কর্মদিবসে ২০,২৪২ কর্মঘন্টায় ৪৫৯ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য যে ২০টি কোর্স পরিচালনা করা হয়েছিল, এই ১৯টি কোর্স তার অতিরিক্ত। অংশগ্রহণকারীগণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এইসব প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ট্রেনিং একাডেমী পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত ও প্রকাশিত "Questions & Answer Book on Banking" পুস্তিকার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নয়ন কর্ম সম্পন্ন হলে পুস্তিকাটি সাধারণভাবে পাঠকদের এবং বিশেষভাবে ব্যাংকারদের জন্য সহায়ক ও উপকারী হবে। পূর্ববর্তী বছরের মতো প্রতিদিন ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বক্ষণে দরছে কুরআনের অধিবেশন বসে। এ ছাড়াও যোহর এবং আসর নামাজের পর দরছে হাদীস, মাস্আলা-মাসায়েল এবং অনুপ্রাণিতকরণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা হয়। ইহা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন, জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। খত্মে কুরআন ছাড়াও কুরআনের ছহী পঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী থেকে কুরআন শিক্ষা অধিবেশন শুরু হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা কার্যক্রমের ফলে কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের মধ্যে টিম স্পীরিট এসেছে, দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হয়েছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের আচার-আচরণে পরিবর্তন এসেছে। এখন তাঁরা ফরজ ওয়াজিবের পাশাপাশি সুন্নত, মুস্তাহাব পালনেও সচেষ্ট থাকেন। গ্রাহকগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানেও ইহা আশাব্যঞ্জক অবদান রেখেছে।

১৬. মানব সম্পদ

কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য মানব সম্পদ একটি অপরিহার্য উপাদান। ব্যাংকের সম্প্রসারিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নতুন জনশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যাংকের নিরীক্ষা এবং পরিদর্শন বিভাগকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পর্যালোচনাধীন বছরে একদল অভিজ্ঞ ব্যাংকারকে নিয়োগদান করা হয়েছে।

এছাড়া সহকারী অফিসার এবং মধ্যমস্তরের কিছু অভিজ্ঞ ব্যাংকারকে নিয়োগদান করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত ৩১-১২-৯৮ তারিখে ব্যাংকে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৪২৮ জনে উপনীত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছর শেষে এই সংখ্যা ছিল ৩২০ জন। একই সাথে ধর্মীয় জ্ঞান এবং ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নিয়োগের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে; যাতে করে ইসলামী ব্যাংকিং পরিমন্ডলে তাঁরা নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

৩১-১২-৯৮ তারিখে স্তরভেদে ব্যাংকের জনশক্তির অবস্থান নিম্নরূপ ছিল ঃ

ক্রঃ নং	পদবী	সংখ্যা
০১.	এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	০২
০২.	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৪
০৩.	ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৭
০৪.	ও.এস.ডি	০৯
০৫.	এসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	১৪
০৬.	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	২১
০৭.	প্রিন্সিপাল অফিসার	১৬
০৮.	সিনিয়র অফিসার	১১
০৯.	অফিসার	৪৫
১০.	প্রবেশনারী অফিসার	৪৭
১১.	এসিসটেন্ট অফিসার গ্রেড-১	১৬
১২.	এসিসটেন্ট অফিসার গ্রেড-২	৩১
১৩.	এসিসটেন্ট অফিসার গ্রেড-৩	১২৫
১৪.	এম.সি.জি গ্রেড-২	৬১
১৫.	টি-বয়	১০
১৬.	ড্রাইভার	০৯
		মোট ঃ ৪২৮

১৭. নিরীক্ষা ও পরিদর্শন

নিয়মিত নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ ১৯৯৮ সালে মতিঝিল, মৌলভীবাজার ঢাকা, আগ্রাবাদ, খাতুনগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, নবাবপুর, ভিআইপি রোড এবং জুবিলী রোড শাখাসহ সবগুলো বড় শাখা নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করেছে। নিরীক্ষা ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শাখায় সংঘটিত ভুল-ত্রুটি সংশোধন ও নিয়মিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যে সব ভুল-ত্রুটি উপস্থিত সংশোধন সম্ভব হয়নি সেগুলো সংশোধন/ নিয়মিতকরণের ব্যাপারে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ শাখাসমূহের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিচালক পর্ষদে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৮ সালে প্রধান কার্যালয়সহ অধিকাংশ বড় বড় শাখা পরিদর্শন করেছে। কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ অডিট কর্মকতা নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগকে শক্তিশালী করা হয়েছে। যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে শাখাগুলোর নিরীক্ষা ও পরিদর্শন সম্ভব হয় এবং পরিদর্শনের মাধ্যমে যেসব ভুল-ত্রুটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা হয় সেগুলোর ব্যাপারে ব্যাংকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১৮. শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কার্যক্রম

৫ জন ফকীহ্, একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন আইনজ্ঞ– এই ৭ সদস্য নিয়ে ব্যাংকের শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত। ব্যাংকিং কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে ইসলামী শরীয়াহ্ বাস্তবায়নে শরীয়াহ্ কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে শরীয়াহ্ অভিমত চাওয়া হয়েছে এবং শরীয়াহ্ কাউন্সিল বাস্তবায়নের জন্য উহার সুপারিশ ও অভিমত দিয়েছেন। ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ্ নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শরীয়াহ্ কাউন্সিল বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন।

১৯. শুকরিয়া

পরিচালক পর্ষদ ১৯৯৮ সালে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনে তৌফিকদানের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছে। এই পর্যায়ে ব্যাংকের সার্বিক কর্মকান্ডের বিভিন্ন স্তরে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য পরিচালক পর্ষদ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। এ ছাড়া পরিচালক পর্ষদ ব্যাংকের প্রতি সমর্থন এবং আস্থা স্থাপনের জন্য সকল শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষিদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পর্যালোচনাধীন বছরে ভাল ফলাফলের জন্য ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী যে নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন সে জন্য পরিচালক পর্ষদ তাঁদের প্রশংসা করছে। আগামী বছর আরো ভাল ফলাফলের জন্য তাঁরা তাঁদের কঠোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে পরিচালক পর্ষদ আশা পোষণ করছে। ইসলামের সেবা এবং শরীয়াহ্ মোতাবেক ব্যাংক পরিচালনায় আমাদের মিশন নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট হিম্মত, ধৈর্য্য ও কষ্ট স্বীকার করার তৌফিক কামনা করা হচ্ছে। আমীন!

পরিচালক পর্ষদের পক্ষে
এ. জেড. এম. শামসুল আলম
চেয়ারম্যান

এক নজরে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর চার বছরের অগ্রগতির খতিয়ান

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
অনুমোদিত মূলধন	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
পরিশোধিত মূলধন	১০১.২০	১০১.২০	১০১.২০	২৫৩.০০
সঞ্চিতি তহবিল (বিনিয়োগ সঞ্চিতিসহ)	—	২.৪৮	২৫.৩২	৫৫.৬৬
জমা	২০১.৪৫	১৩০৫.৬৩	২২৫৬.৬৫	৪৫৩৪.৭৪
বিনিয়োগ	১২.৪৮	৭৭৯.১৬	১৭৪৫.৫৪	২২৫৯.৭৬
আমদানী বাণিজ্য	—	১০৩০.২০	৩২২২.৪৫	৫২৭৯.৫০
রফতানী বাণিজ্য	—	৮৩.৬০	৫৯২.১২	১১০৩.০০
মোট আয়	১.৩৭	৫০.৯৮	১৯৬.১৭	৩২২.৯৮
কর পূর্ব মুনাফা	(১.৯৮)	৪.৬৯	৬২.৮১	৮২.০৬
আয়কর ও সঞ্চিতি বাদে মুনাফা	—	.০৫	২৬.০৭	৩৬.৯৩
আয়কর	—	১.৭২	২৪.০৩	২৮.৭২
লভ্যাংশ (%)	—	—	২৫%	১৫%
মোট সম্পদ	৫১৯.৮০	২৪১২.৯১	৩৮৩৩.২৫	৬৭৪৯.৪৮
স্থায়ী সম্পদ	৫.১৩	১৯.৮৯	৩৭.০৫	৪৭.৮৬
শেয়ারহোল্ডার-এর সংখ্যা	২৩	২৩	২৩	৭৬০৪
কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা	৫৪	১৭১	৩২০	৪২৭
শাখার সংখ্যা	০৫	১০	২০	৩০
শাখা প্রতি গড় জনশক্তি	১০	১৭	১৬	১৪

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
শরীয়াহ্ কাউন্সিল
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে এবং সালাত ও সালাম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং অন্য সকল নবী ও সাহাবাদের প্রতি।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরীয়াহ্ কাউন্সিল ১৯৯৮ সনে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের বিভিন্ন অধিবেশনে বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত বিষয়গুলোসহ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলী পর্যালোচনা করেছে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছে। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ব্যাংকের শরীয়াহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরিদর্শন টীম এ বছরে ব্যাংকের বড় বড় শাখাসমূহের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখা পরিদর্শন করেছে।

শরীয়াহ্ কাউন্সিল ১৯৯৮ সনের ব্যালেন্স শীট ও লাভ-ক্ষতি হিসাব পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য করেছে ঃ–

১. মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ্ মতে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেলেও ব্যাংক তার সামগ্রিক বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহে শরীয়াহ্ নীতি বাস্তবায়নে গত বছরের তুলনায় অধিক অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২. আল্‌হামদুলিল্লাহ! আলোচ্য বছরে ব্যাংক শরীয়াহ্ মোতাবেক বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশেষতঃ ব্যাংক প্রি-শিপমেন্ট বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি শরীয়াসম্মত পদ্ধতি চালু করে সুদবিহীনভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার রীতি প্রবর্তন করেছে।

৩. মুরাবাহা এবং বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের পাশাপাশি মুদারাবা এবং মুশারাকা পদ্ধতিতে আরও বেশী বিনিয়োগে ব্যাংকের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলে শরীয়াহ্ কাউন্সিল মনে করে।

আল্লাহ সার্বিক সাফল্যের জন্য আমাদেরকে তাওফিক ও হিম্মত দান করুন। আমীন।

শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পক্ষে
মাওলানা আজিজুল হক
চেয়ারম্যান
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

আমরা আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের সংযুক্ত স্থিতিপত্র এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রত্যায়িত রিটার্ণ সম্বলিত লাভ-ক্ষতির হিসাব পরীক্ষা করে দেখেছি।

বিষয়বস্তু এবং সংযুক্ত টীকার ফলাফল অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন এবং ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনের শর্ত মোতাবেক আমরা রিপোর্ট করছি যে, আমরা যেসব তথ্য পেয়েছি এবং যেসব ব্যাখ্যা আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে তা আমাদের বিশ্বাস ও জানামতে নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক ঃ

ক. সংযুক্ত স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাবে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে সমাপ্ত বছরে ব্যাংকের কার্যক্রম ও লাভের যথাযথ ও স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এবং এসব আর্থিক বিবরণীতে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধান মোতাবেক সকল তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

খ. পরীক্ষায় যতোটা দেখা যায়, আইনের বিধান মোতাবেক ব্যাংক হিসাবের বই পত্র সংরক্ষণ করেছে এবং শাখাগুলো থেকে যথাযথ বিবরণী পাওয়া গেছে। আমরা শাখা সফর করিনি। বিবরণীসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং তা আর্থিক বিবরণীসমূহে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ. ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনের ২৭ ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত বিনিয়োগ আদায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক।

ঘ. উল্লিখিত আর্থিক বিবরণীসমূহ–

i) সংরক্ষিত হিসাবের বই এবং দাখিলকৃত বিবরণীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা হিসাবের প্রচলিত নীতি মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি;

ii) প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত হিসাবের বিধি বিধান অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে;

iii) দেশের পেশাদার হিসাবরক্ষকদের সাথে পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জারিকৃত হিসাবের বিধানে নির্ধারিত মান অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঙ. আর্থিক বিবরণীতে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা এবং একই তারিখে সমাপ্ত বছরে ব্যাংকের মুনাফার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে।

চ. ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত হিসাবের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী (IAS) হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছে এবং নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী (IAS) নিরীক্ষণ করা হয়েছে।

ঢাকা-১০০০
০৪-০৩-১৯৯৯

এম. আহম্মদ এ্যান্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্টেন্টস

১৯৯৮ সালের ৩১শে ব্যালেন্স

মূলধন ও দায়	টীকা	১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
অনুমোদিত মূলধন		১,০০০,০০০,০০০	১,০০০,০০০,০০০
প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ১,০০০,০০০টি সাধারণ শেয়ার			
তলবী ও পরিশোধিত মূলধন	০৪	২৫৩,০০০,০০০	১,০১,২০০,০০০
প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ২,৫৩,০০০টি সাধারণ শেয়ার			
সঞ্চিতি তহবিল ও অন্যান্য সঞ্চিতি			
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি		৩০,৭৯৬,৯১৫	১৪,৩৮৫,৭৩৯
বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি		২৪,৮৫৮,৪৭৪	১১,৮৫৮,৪৭৪
		৫৫,৬৫৫,৩৮৯	২৬,২৪৪,২১৩
জমা ও অন্যান্য হিসাব			
লাভ লোকসান অংশীদারী মেয়াদী জমা		১,৮৭৫,৬৮৮,৮৭০	৭৩৩,৭২২,৫৯৬
লাভ-লোকসান অংশীদারী সঞ্চয়ী জমা		১,৫৮৫,২৭৫,২৩২	৪৭৩,০০৬,৩৭৭
লাভ-লোকসান অংশীদারী স্বল্পমেয়াদী জমা		১৩৯,৯৩৯,৯৫৫	২২২,৬৪২,৭১৫
চলতি ও অন্যান্য হিসাব	০৫	৭৬৩,০১১,২৮৮	৭৪৩,২১৭,৫৪৫
বিশেষ স্কীম জমা	০৬	১৭০,৮২৬,৮৭৭	৭৯,৪০১,৭০৯
		৪,৫৩৪,৭৪২,২২২	২,২৫১,৯৯৩,৯৪২
অন্যান্য ব্যাংকিং কোম্পানী, এজেন্ট ইত্যাদি থেকে ধার			
প্রদেয় বিল	০৭	৫৬,২৪৯,৩৮২	৯১,৬৩৩,১৫৮
বিপরীত দফা মোতাবেক যে সব বিল আদায়ের জন্য পাওয়া গেছে			
বাংলাদেশে প্রদেয়		৩,১৪৩,৪৩৭	০
বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয়		১৩,৭০৯,০০০	১৯,৫২৫,৮৮০
		১৬,৮৫২,৪৩৭	১৯,৫২৫,৮৮০
অন্যান্য দায়	০৮	২৬৪,৮১৬,৮৭৮	২৯১,৫৭৭,৯৩২
বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র, সমর্থনপত্র অন্যান্য দায়-দায়িত্ব	০৯	**১,৫৬৭,৫৪০,৪২২**	**১,০৪৯,৪৩২,৬৩৯**
লাভ-লোকসান হিসাব			
বিগত বছর থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত		১,৬৪৩,৭৭৪	৪৭,৪৭৩
যোগঃ লাভ-লোকসান হিসাব হতে আনীত বর্তমান বছরের লাভ		৮২,০৫৫,৮৭৬	৬৭,২৪০,৭৪৯
		৮৩,৬৯৯,৬৫০	৬৭,২৮৮,২২২
বাদ ঃ বিভিন্ন খাতে বন্টন			
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি		২৬,৪১১,১৭৫	১৩,৪৪৮,১৪৯
আয়কর বাবদ সংরক্ষণ		২৮,৭১৯,৫৫৭	২৬,৮৯৬,২৯৯
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ		৩৭,৯৫০,০০০	২৫,৩০০,০০০
		৮৩,০৮০,৭৩২	৬৫,৬৪৪,৪৪৮
অবন্টিত লাভ		৬১৮,৯১৮	১,৬৪৩,৭৭৪
		৬,৭৪৯,৪৭৫,৬৪৮	৩,৮৩৩,২৫১,৫৩৮
সাপেক্ষ দায়সমূহ ঃ		৮৯,২৩১,৬৩২	৬২,৮৫৭,৮৬৭

স্বা/-
আব্দুল আহাদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্বা/-
নাজমুল আহসান খালেদ
পরিচালক

ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের
শীট

সম্পদ ও পরিসম্পদ	টীকা	১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
নগদ অর্থ			
নগদ তহবিল ও বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)	১০	৬৯১,২২০,৯৭০	৩৬০,০৩৯,৩৩০
অন্যান্য ব্যাংকে জমা			
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে	১১	১,৮৫৯,২০১,৫২৬	৩৯৪,৯২৮,৪৬৮
বাংলাদেশের বাইরে		২৫,৬৪৮,৩৯৬	৪০,৮৩৩,৯১৪
		১,৮৮৪,৮৪৯,৯২২	৪৩৫,৭৬২,৩৮২
বিনিয়োগ			
(নিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্য নিরীক্ষকগণের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বাদ দিয়ে)			
বাংলাদেশে প্রদেয়	১২	১,৭২৪,৭৮৮,১৪৩	১,২৯১,৭৬৯,৪৭৫
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		—	—
		১,৭২৪,৭৮৮,১৪৩	১,২৯১,৭৬৯,৪৭৫
ক্রীত বিলসমূহ			
বাংলাদেশে প্রদেয়		৫৩৪,৯৭৩,২৬৮	৪৫৩,৭৭৪,১১৮
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		—	—
		৫৩৪,৯৭৩,২৬৮	৪৫৩,৭৭৪,১১৮
		২,২৫৯,৭৬১,৪১১	১,৭৪৫,৫৪৩,৫৯৩
বিপরীত দফা মোতাবেক যে সব বিলের টাকা প্রাপ্য			
বাংলাদেশে প্রদেয়		৩,১৪৩,৪৩৮	—
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		১৩,৭০৯,০০০	১৯,৫২৫,৮৮০
		১৬,৮৫২,৪৩৮	১৯,৫২৫,৮৮০
বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র, সমর্থনপত্র এবং অন্যান্য দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে মক্কেল-এর দায়		১,৫৬৭,৫৪০,৪২২	১,০৪৯,৪৩২,৬৩৯
আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি-অবচয় বাদে	১৩	৪৭,৮৫৭,৩৭৭	৩৭,০৫১,৭০০
অন্যান্য সম্পদ	১৪	২৮১,৩৯৩,১০৮	১৮৫,৮৯৬,০১৪
		৬,৭৪৯,৪৭৫,৬৪৮	৩,৮৩৩,২৫১,৫৩৮

এসব হিসাব সংযোজিত টীকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।
আমাদের একই তারিখের রিপোর্ট সাপেক্ষে স্বাক্ষরকৃত।

স্বা/-
আহমেদ আলী
পরিচালক

স্বা/-
এম. আহম্মদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

১৯৯৯৮ সালে ৩১শে

লাভ-

ব্যয়	টীকা	১৯৯৮ টাকা	৯৯৯৭ টাকা
লাভ-লোকসান অংশীদারী জমাদানকারীগণকে প্রদত্ত লাভ		১৫৪,০৪০,৭৩৬	৭২,৪৮৩,৭৮৩
বেতন, ভাতা এবং ভবিষ্য তহবিল *(১৯৯৮ সালে প্রধান নির্বাহীকে প্রদত্ত টাকা ৬৬৬,০০০)*		৪০,৬২৩,২৫০	২৮,১৬৭,৪৭১
পরিচালক ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের ফি এবং ভাতা		৯৬৪,৪৯০	৮৮২,৩৫৮
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি		১৩,৩৪২,৪৫৪	৮,১৩৫,৩৮৯
আইন সংক্রান্ত খরচ		২১,৩৪০	৮৬,০১৪
ডাকমাশুল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স ও স্ট্যাম্প		৮,৬২১,৭১৫	৫,৫৯৯,৫৬৭
অডিটরদের ফি		৩৬,০০০	৪০,০০০
ব্যাংকের সম্পত্তির অবচয় এবং মেরামত খরচ		৭,৯৫৮,৬৬৩	৪,৯৬০,৪৭৫
স্টেশনারী, মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি		৩,৬৩৫,৭৪৬	৩৪,৩৫,৮৮৬
অন্যান্য খরচ	১৫	১১,৬৮৩,৪৭৯	৫,১৪১,৬৩১
ব্যালেন্সশীটে নীত নীট লাভ		৮২,০৫৫,৮৭৬	৬৭,২৪০,৭৪৯
		মোট ঃ ৩২২,৯৮৩,৭৪৯	১৯৬,১৭৩,৩২৩

স্বা/-
আব্দুল আহাদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্বা/-
নাজমুল আহসান খালেদ
পরিচালক

তারিখ ঃ ঢাকা, বাংলাদেশ

ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের

লোকসান হিসাব

আয়	টীকা	১৯৯৮ টাকা	৯৯৯৭ টাকা
(অনিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষণ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ বাদ দিয়ে)			
বিনিয়োগ আয়		২২৭,৮৭৪,৫৯৫	১৩৬,৪৬৮,০২৪
কমিশন বিনিময় ও দালালী		৭৯,৪৩৯,২৫৪	৫০,৯০০,৮৩৫
অন্যান্য	১৬	১৫,৬৬৯,৯০০	৮,৮০৪,৪৬৪
	মোট ঃ	৩২২,৯৮৩,৭৪৯	১৯৬,১৭৩,৩২৩

এসব হিসাব সংযোজিত টীকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।
আমাদের একই তরিখের রিপোর্ট সাপেক্ষে স্বাক্ষরকৃত।

স্বা/-
আহমেদ আলী
পরিচালক

স্বা/-
এম. আহম্মদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের হিসাবের টীকা

১.০০ ভূমিকা

এই ব্যাংক ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইন অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যাংকটির ৩০টি শাখা রয়েছে।

এই ব্যাংক ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনে বর্ণিত বিধিবিধান এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক সকল ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও নীতিগত কারণে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনের ভিত্তিতে এই ব্যাংক মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল এবং হায়ার-পার্চেজ নীতির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

এই ব্যাংকটি ইসলামী শরীয়ার ভিত্তিতে সুদবিহীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিধায় অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে এর কার্য-প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে।

২.০০ আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপনা

ক) যদিও ব্যাংকটির কর্মকাণ্ড ইসলামী শরীয়ার আলোকে পরিচালিত তবুও এর আর্থিক বিবরণী ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইনের আলোকে তৈরি করা হয়েছে।

খ) সংখ্যাসমূহ কাছাকাছি টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.০০ হিসাবের বিশেষ নীতিমালাসমূহ

ক) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতির ভিত্তি

১৯৯১ সালের হিসাব রক্ষণের নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, প্রচলিত এবং ঐতিহাসিক ও চলমান প্রতিষ্ঠান মূল্যরীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ) একত্রীকরণ

ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে রক্ষিত পৃথক খাতাপত্র শাখাসমূহ থেকে প্রাপ্ত কার্যক্রমের বিবরণী ও আয়-ব্যয় বিবরণীসমূহ একত্রীভূত করা হয়েছে এবং তা থেকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

গ) অংশীদারী তহবিলের মধ্যে বন্টনযোগ্য মুনাফার ভাগ

ব্যাংক ও আমনতকারীগণের মধ্যে বিনিয়োগ আয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাগ করা হয়েছে।

ঘ) বৈদেশিক মুদ্রা

১) বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংশ্লিষ্ট লেনদেনের তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।

২) নিয়মিত হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রায় রক্ষিত সম্পত্তি ও দায়সমূহ সংশ্লিষ্ট লেন-দেনের তারিখের বিনিময় হার অনুযায়ী টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে। বিশেষ (ওয়েজ আর্নারস্ স্কীম) হিসাবসমূহ 'নোশনাল' হারে টাকায় রূপান্তর করা হয়েছে।

ঙ) বিনিয়োগ

১) ব্যালেন্স শীটে বিনিয়োগ, অনিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্য পুঞ্জিভূত প্রভিশন বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

২) বিনিয়োগের উপর আয় প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ধরা হয়েছে।

চ) অবচয়

আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে। মোটর গাড়ী ছাড়া অন্য সব স্থায়ী সম্পদের অবচয় ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে। মোটর গাড়ীর ক্ষেত্রে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় প্রয়োগ করা হয়েছে। অবচয়ের হার নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	হার
আসবাবপত্র	১০%
মোটর গাড়ী (ক্রয় মূল্যের উপর)	২০%
সরঞ্জামাদি	১৫%
বইপত্র	২০%

ছ) পূর্ববর্তী বছরের খাতসমূহ বর্তমান বছরে প্রয়োজন অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

৪.০০	বরাদ্দকৃত এবং পরিশোধিত মূলধন	শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য টাকা	মোট টাকা
	উদ্যোক্তাগণ	১২৬,৫০০	১০০০	১২৬,৫০০,০০০
	জনসাধারণ	১২৬,৫০০	১০০০	১২৬,৫০০,০০০
	বাংলাদেশ সরকার	—	—	—
		মোট ২৫৩,০০০	১০০০	২৫৩,০০০,০০০

বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার নম্বর বিআরপিএস নং-১ তাং ৮-১-৯৬ অনুযায়ী মূলধন প্রচুরতা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী রিস্ক ওয়েটের পরিসম্পদের উপর ৮% হারে ২১.৫২ কোটি টাকা মূলধন রাখা প্রয়োজন যার বিপরীতে ব্যাংক স্থিতিপত্রের তারিখে ৩৩.৯৮ কোটি টাকা মূলধন সংরক্ষণ করছে।

		১৯৯৮	১৯৯৭
৫.০০	চলতি ও অন্যান্য হিসাবসমূহ		
	চলতি হিসাব	৩৩৭,৭৮২,১৮৬	৩৩৮,৬৩৮,০৫১
	বিবিধ জমা	৩৯৯,০২৫,২২৮	৩৯১,৫১৪,০৯৯
	লাভ-লোকসান অংশীদারী হিসাবে প্রদেয় লাভ	২৬,২০৩,৮৭৪	১৩,০৬৫,৩৯৫
		মোট ৭৬৩,০১১,২৮৮	৭৪৩,২১৭,৫৪৫
৬.০০	বিশেষ প্রকল্প জমা		
	মাসিক হজ্ব জমা	৩,৩২৭,৬৯৭	১,৪৪৩,৫৫৭
	মেয়াদী মাসিক জমা	৩৬,৬৬৫,৮৬৯	১০,৯৮৭,৬৪৪
	মাসিক মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী জমা	১১৫,৮১৬,৪২৬	৬০,৬৯৮,২৩৮
	সঞ্চয় বিনিয়োগ জমা	১৪,৬২৮,৫৮২	৬,০৭৮,৫৪১
	এককালীন মেয়াদ হজ্ব জমা	৩৮৮,৩০৩	১৯৩,৭২৯
		মোট ১৭০,৮২৬,৮৭৭	৭৯,৪০১,৭০৯
৭.০০	প্রদেয় বিল		
	পে-অর্ডার হিসাব	৪৬,৪৭৭,৮৬১	৬৫,৭৫২,৩৬০
	ডি ডি প্রদেয় হিসাব	৯,৭৭১,৫২১	২৫,৮৮০,৭৯৮
		মোট ৫৬,২৪৯,৩৮২	৯১,৬৩৩,১৫৮
৮.০০	অন্যান্য দায়		
	হজ্ব ফাউন্ডেশন	৬৯,০০০	৬৯,০০০
	ভবিষ্য তহবিল	৫,৯৩৯,৮৪৬	৩,১৩১,৮৫০
	বিনেভোলেন্ট তহবিল	২০০,০০০	৮৩৪,১৩৫
	আয়কর প্রদেয়	৫৫,৬১৫,৮৫৭	২৮,৬১৮,২৯৯
	প্রদেয় যাকাত	১,৪০০,৪৭৭	২৬২,০২৭
	প্রদেয় লভ্যাংশ	৩৭,৯৫০,০০০	২৫,৩০০,০০০
	এফ সি জমা হিসাব	১৫,০৮৬,৬৬৫	৯,৬৩২,০৮৫
	এডজাষ্টিং একাউন্ট ক্রেডিট	২১৭,৩৩৭	১,১৬৬,৬৮৭
	প্রদেয় লাভ (বিনিয়োগ)	—	১৬৫,৬৬১,১৮৫
	নিকাশ সমন্বয়	১৩৩,০০০	৭৪৮,৮১৭
	অপরিশোধিত খরচ	৪৫৬,২৬০	৪২২,০০০
	ওয়েজ (WES) ফান্ডে স্থিতি	২০,৯৭৬,৫৭৫	৭,৬৪১,৬০৯
	এফ সি হেল্ড বিবি এল সি	১০৯,০২৩,১০১	৪৭,৫১৬,৪৩৫
	ক্যাশ এল/ সি কভার	—	১০৮,০০০
	এফ সি চার্জ	৩২৭,৫৫৪	১৮২,৭৩৭
	অন্যান্য	৫২৪,৫৯৬	২৮৩,০৬৬
	অডিট ফির সংস্থান	৩০,০০০	—
	আদায়তব্য ক্ষতিপূরণ	৮,৬৫২,০২৮	—
	বৈদেশিক করেসপনডেন্ট কর্তৃক জমাকৃত সুদ	৮,২১৪,৫৮২	—
		মোট ২৬৪,৮১৬,৮৭৮	২৯১,৫৭৭,৯৩২

৯.০০ বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র, সমর্থনপত্র এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতা

	১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
ব্যাংক গ্যারান্টি	১০১,৭৪০,৪৬৭	৭১,৭১২,৮৫৯
ঋণপত্র (দেশীয়)	—	৩৪,৭১৩,০০০
ঋণপত্র (ব্যাক-টু-ব্যাক)	১৪২,৬১৫,১৫৫	৪৬,৬৫৬,০১০
ব্যাক-টু-ব্যাক বিলসমূহ	৩০৩,৫১৭,০০০	১৫৩,৮৩৫,৬০৩
বৈদেশিক ঋণপত্র (জেনারেল ও ক্যাশ)	১,০১৯,৬৬৭,৮০০	৭৪২,৫১৫,১৬৭
	মোট ১,৫৬৭,৫৪০,৪২২	১,০৪৯,৪৩২,৬৩৯

১০.০০ নগদ তহবিল এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ

ক. নগদ তহবিল		
দেশী মুদ্রা	১৫৫,৪১০,৫৮৭	১১৯,১২৫,৪০৪
বিদেশী মুদ্রা	১,৩৭৫,৮৩৮	৮৭০,৭৪২
	মোট ১৫৬,৭৮৬,৪২৫	১১৯,৯৯৬,১৪৬
খ. বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত		
দেশী মুদ্রা	৪৭৮,২৮১,০৩১	২২৬,৩৭১,১৯৮
বিদেশী মুদ্রা	৯,৮৪৭,৮৭৩	১,২৩০,৮২২
	মোট ৪৮৮,১২৮,৯০৪	২২৭,৬০২,০২০
গ. সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত		
দেশী মুদ্রা	৪৬,৩০৫,৬৪১	১২,৪৪১,১৬৪
বিদেশী মুদ্রা	—	—
	মোট ৪৬,৩০৫,৬৪১	১২,৪৪১,১৬৪
	সর্ব মোট ৬৯১,২২০,৯৭০	৩৬০,০৩৯,৩৩০

১১.০০ অন্যান্য ব্যাংকে জমা

ক. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে		
১. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	১,১৪৪,৩৯০,২৭৬	২৫০,৮২১,২৬৫
২. ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	১০,৫৬১,৪২৬	৪৩৬,৮৮০
৩. ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৪,৫৪৭,১০০	১৬,৬৬৫,৭৯০
৪. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	২৫৮,০৪৭,৭২৬	৭৯,০৬২,৮৬০
৫. এন সি সি বি এল	২৫২,০৫৩	১৮৭,১৭৬
৬. আই এফ আই সি ব্যাংক লিমিটেড	২,০৭২,৫২৩	৫,৮০৬,৫০৫
৭. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	৩৩৪,৩০১,২৪৭	৪০,৮৮৫,২৮০
৮. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২,৮৫১,৫৬৬	১,০৬২,৭১২
৯. অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৪৬০,১৫০	—
১০. ফয়সল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৯১,৭১৭,৪৫৯	—
	মোট ১,৮৫৯,২০১,৫২৬	৩৯৪,৯২৮,৪৬৮

		১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
খ.	**বাংলাদেশের বাইরে**		
১.	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, নিউইয়র্ক	১৮,২০৫,৭২৮	৯,৮২৩,৫৬৩
২.	আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিঃ, কলিকাতা	৩,৪৪১,২২৪	২,২৭০,১৩৪
৩.	সোনালী ব্যাংক, কলিকাতা	৫২৭,২০৭	১,৬৬৯,১৮৪
৪.	ব্যাংক অব টোকিও মিটশুবিশি, টোকিও	২,০৭৪,২৫৫	২,৫৪৭,১৯৩
৫.	ব্যাংক অব টোকিও মিটশুবিশি, কলিকাতা	৫,৭৬৪,৬৪৮	৫,৩৬৫,০২২
৬.	রূপালী ব্যাংক লিঃ, করাচী	১০৯,৬৫১	৫৬,০৫১
৭.	মাশরেক ব্যাংক, হংকং	৯৫৭,৪৫০	৯০৭,৪৫০
৮.	আল-রাজী, কে এস এ	২,৫৭৭,৪৩০	৬,০৬৭,৭৫০
৯.	আল জাঝীরা, কে এস এ	১,২৯২,১৯৯	১,১৯২,১৯৯
১০.	ভেরেন্স উড ওয়েস্ট ব্যাংক, হামবুর্গ	১,৬৬৮,১১৪	১,৫৬৪,২৯৭
১১.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, নিউইয়র্ক	(৩২,৩৭৪,৭৫৫)	৩,৬৩৭,৭৬৮
১২.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, লন্ডন	৫,২২৫,৭৬৪	৫,৯৯৩,৬৭৩
১৩.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, করাচী	৮,৭৮৪,৫৯৪	৫৯৯,২৯৫
১৪.	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, কলিকাতা	(১,৫৯৩,২৮৪)	(৮৫৯,৬৬৫)
১৫.	মাশরেক ব্যাংক, নিউইয়র্ক	১৫,৮৭০,৬১৯	—
		২৫,৬৪৮,৩৯৬	৪০,৮৩৩,৯১৪
	মোট	১,৮৮৪,৮৪৯,৯২২	৪৩৫,৭৬২,৩৮২

১২.০০ বিনিয়োগ

বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক. যে সকল বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে জামানত প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত বিনিয়োগ	২,২৪৮,৬৯৫,৪১১	১,৭৩২,১৯২,৫৯৩
খ. আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত এমন সব বিনিয়োগ যাহা সম্পর্কে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানত প্রাপ্ত হইয়াছে	১১,০৬৬,০০০	১৩,৩৫১,০০০
গ. আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত এমন সব বিনিয়োগ যাহা সম্পর্কে দেনাদার ছাড়াও অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জামানত প্রাপ্ত হইয়াছে	—	—
ঘ. আদায়যোগ্য বা সন্দেহমূলক বিনিয়োগ যাহা সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয় না	—	—
মোট	২,২৫৯,৭৬১,৪১১	১,৭৪৫,৫৪৩,৫৯৩

ঙ. ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত যৌথ বা একক দায়িত্বের ভিত্তিতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত, এইরূপ বিনিয়োগ যাহাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বা কোনো প্রাইভেট কোম্পানীর সদস্য হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট	১৪৪,৮৩২,১৬৩	৬৮,৭৯৪,৪৩৫
চ. আলোচ্য বছরে ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারীর প্রদত্ত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত উক্ত পরিচালক বা কর্মচারীর প্রদত্ত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত উক্ত পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বে প্রদত্ত সাময়িক বিনিয়োগের সকল বিনিয়োগের মোট পরিমাণ	২৭৩,৫৪৭,৮৭১	১১৯,৬৬৮,৬৬২
ছ. আলোচ্য বছরে ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারীকে অনুমোদিত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে অনুমোদিত সাময়িক বিনিয়োগসহ সকল প্রকার বিনিয়োগ যাহাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট	২৬২,১৬২,৩৩৬	১১৮,৩৬৫,০০০
জ. অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানীর নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ	—	—

১৩.০০ আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম

ক্রমিক নং	স্থায়ী সম্পদের বিবরণ	১.১.৯৮ তারিখে প্রারম্ভিক বহির্মূল্য	আলোচ্য বছরে সংযোজন (৬-৭)	আলোচ্য বছরে সমন্বয়	মোট (৩+৪+৫)	১৯৯৮ সালে অবচয়	৩১.১২.৯৮ তারিখে বহির্মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	আসবাব	১৭,১২৬,২৬৭	৬,০৩৯,৯০৪	৫,০৫২	২৩,১৬১,১১৯	১,৯৩৯,০৪২	২১,২২২,০৭৭
২.	সরঞ্জামাদি	১৭,১৮৪,৫৮৭	৫,৮৮৫,৫৬০	—	২৩,০৭০,১৪৭	২,৫১১,১৯২	২০,৫৫৮,৯৫৫
৩.	মোটর গাড়ী	২,৬৪৬,০৬৯	১,১০২,৮২০	—	৩,৭৪৮,৮৮৯	১,০৩৯,৪৯৪	২,৭০৯,৩৯৫
৪.	বই	৯৪,৭৭৭	৩,৯৬৭,৮৩২	—	৪,০৬২,৬০৯	৬৯৫,৬৫৯	৩,৩৬৬,৯৫০
	মোট	৩৭,০৫১,৭০০	১৬,৯৯৬,১১৬	৫,০৫২	৫৪,০৪২,৭৬৪	৬,১৮৫,৩৮৭	৪৭,৮৫৭,৩৭৭

	১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
১৪.০০ অন্যান্য সম্পদ		
অগ্রিম ভাড়া	১৮,২১৮,৯৪৯	১৫,০৭৯,৩৭৩
মজুদ ষ্টেশনারী	৬,৮৫১,৩৯৫	২,০৫৩,১৮৪
বিলম্বিত হিসাব	৩৯,৮৫৪,২৩০	২,৭৪১,৫৬৬
ডি ডি প্রদত্ত হিসাব	১৪,৭৮০,৪৯৮	১,৫২৯,৬০৬
সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাব	১,১৪৮,৫৪৮	৭২১,৯৮৬
মজুদ স্ট্যাম্প	৪১,৪১২	২৭,১৩৬
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সাধারণ হিসাব	১৫৭,৪৫৯,২৪৬	১১৪,৪০৮,৯৩৬
অগ্রিম খরচ	১২৮,৭৯৫	—
ওয়েজ (ঘঋও) ফান্ড ক্রয়	২৫,৯৫২,৪১২	৮,৭৬৮,৬২১
অগ্রিম আয়কর (টিডিএস)	৬,৮৬৪,৯৩২	৭,৫৯৪,০২৩
নিকাশ সমন্বয়	২,১৩৫,৭০৯	৩২,৭৫০,৬৪৭
এডজাস্টিং একাউন্ট (ডেবিট) ব্যালেন্স	১১২,৪৬৩	২২০,৯৩৬
প্রাপ্তব্য আয়	৭,৮৪৪,৫১৯	—
মোট	২৮১,৩৯৩,১০৮	১৮৫,৮৯৬,০১৪

১৫.০০ অন্যান্য খরচ		
কনসালটেন্সি ট্যাক্স	—	১০,০০০
ভ্রমণ খরচ	৯৪১,১৮৫	২৬৯,২১৪
সাময়িকী ও খবরের কাগজ	১১৩,৬২১	১২৫,৭৫৫
আপ্যায়ন	১,০৩৯,৭৬০	৬২০,২৮৬
বিনিয়োগের উপর সরাসরি খরচ	(৫৯৫,২৯৯)	(৯,৮৪৪)
প্রশিক্ষণ খরচ	২৫৪,৮০০	২৭৬,১২৫
ব্যাংক চার্জ	১৯১,২২৩	১২১,৯৭৪
যাতায়াত	২৯৯,৪৬৮	১৭৩,৬২০
চাঁদা	৬৬৭,২৫০	২০৯,৩০০
কম্পিউটার খরচ	৪৬৪,৪১৩	২৩১,৫৪৮
জ্বালানী খরচ	৭৯৩,৭৬৪	৪৭৩,২০৯
অবন্টিত খরচ	—	১,৩৮২,৫২৭
প্রাথমিক খরচ	—	১২৮,৩৬১
ওয়াসা/ গ্যাস	৯১,৭৬২	১৪৩,২১৬
যাকাত	১,১৩৮,৪৫০	২৬২,০২৭
বিবিধ	১,৫০৮,৪৪১	৭২৪,৩১৩
আইপিও খরচ	৪,৫৭৪,৬৪১	—
কর্মচারী কল্যাণ	২০০,০০০	—
মোট	১১,৬৮৩,৪৭৯	৫,১৪১,৬৩১

		১৯৯৮ টাকা	১৯৯৭ টাকা
১৬.০০	অন্যান্য প্রাপ্তি		
	ষ্টেশনারী মুদ্রণ	৫৯৮,৩৯৫	৪১৯,৫০৫
	টেলিফোন ফ্যাক্স চার্জ আদায়	৩৭৪,৫৩২	১৬০,৪১৮
	আইন সংক্রান্ত খরচ আদায়	৩০	১০০
	টেলেক্স চার্জ আদায়	৫,৮১০,৬৯৮	৩,৯২৪,২৪৫
	ডাক ও তার চার্জ আদায়	২,৩৮৯,৬২৭	১,৫০৫,৬৩৬
	বিবিধ	৬,৪৯৬,৬১৮	২,৭৯৪,৫৬০
	মোট	১৫,৬৬৯,৯০০	৮,৮০৪,৪৬৪
১৭.০০	সাপেক্ষ দায়সমূহ		
	ক. ব্যাংকের বিরুদ্ধে দাবী যা দেনা হিসাবে স্বীকৃত নয়		
	খ. নিম্নোক্তদের অনুকূলে প্রদত্ত নিশ্চয়তার বিপরীত		
	ব্যাংকের সম্ভাব্য দায় ঃ		
	পরিচালক অথবা কর্মকর্তাগণ	—	—
	সরকার	—	—
	ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	—	—
	অন্যান্য	১০১,৭৪০,৪৬৬	৭১,৭১২,৮৫৯
		১০১,৭৪০,৪৬৬	৭১,৭১২,৮৫৯
	বিয়োগ ঃ মার্জিন	১২,৫০৮,৮৩৪	৮,৮৫৪,৯৯২
	মোট	৮৯,২৩১,৬৩২	৬২,৮৫৭,৮৬৭
	গ. বকেয়া আগাম বিনিময় চুক্তির দায়	—	—
	মোট	৮৯,২৩১,৬৩২	৬২,৮৫৭,৮৬৭

স্বা/-

আব্দুল আহাদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

শাখার তালিকা

ক্রঃ নং	শাখার নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর	টেলেক্স
১।	মতিঝিল শাখা	১৬১, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।	৯৫৬৯৩৫০, ৯৫৬০১৯৮ ৯৫৬৮০০৭, ৯৫৬৪১৯০	৬৩২৪০৯ AIBM BJ ফ্যাক্স ৯৫৬৯৩৫১
২।	মৌলভীবাজার, ঢাকা	৩, মৌলভীবাজার, ঢাকা।	২৩১৯৮৯	৬৩২৪৬৭
৩।	লালদিঘীরপাড় শাখা	১৪৩৮-১৪৩৯, লালদিঘীরপাড়, সিলেট।	০৮২১-৭১০৮০৯ ০৮২১-৭১০২৩৫	৬৩৩২২৯
৪।	আগ্রাবাদ শাখা	৩৪, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।	০৩১-৭১৩৩৭৩, ০৩১-৭১৩৩৭৩	
৫।	খুলনা শাখা	১৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।	০৪১-৭২২৪৯৯, ৭২২৩৯৯	
৬।	রাজশাহী শাখা	২৩৯, সাহেব বাজার রোড রাজশাহী।	০৭২১-৭৭৫১৬১ ০৭২১-৭৭৫১৭১	
৭।	বগুড়া শাখা	২১/১ থানা রোড, কোতয়ালী বগুড়া।	০৫১-৭৩৪৬৫, ০৫১-৭৩৫৬১ টেলেক্স : ৬৩৩৭১৪	
৮।	সাতক্ষীরা শাখা	২৩৮৬, মেইন রোড, খান মার্কেট সাতক্ষীরা।	০৪৭১-৩৬০৬	
৯।	খাতুনগঞ্জ শাখা	১৪৬, চাঁন মিয়া লেন, চট্টগ্রাম।	০৩১-৬২২২২৯, ০৩১-৬২২২৩০	
১০।	বরিশাল শাখা	৪৫, সদর রোড, বরিশাল।	০৪৩১-৫৩১৪৮, ০৪৩১-৫৪২৭৬	
১১।	নওয়াবপুর শাখা	৮৫-৮৭, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা।	০১৮-২১২-৭৪৩, ২৪৯৪৯৪	
১২।	বেনাপোল শাখা	প্লট নং-২৮৩, ২৯৪, বেনাপোল, যশোর।	০৪২২৮-৮০৬২	
১৩।	ভি আই পি রোড শাখা	৮৬, শান্তিনগর ডিআইটি রোড, মতিঝিল, ঢাকা।	৯৩৪৫৮৭১-২, ০১৮-২১২৭৫৪	
১৪।	কর্পোরেট শাখা	১২৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা।	৯৫৬৩৮৭৩, ৯৫৬৩৮৮৪ M. ০১৮-২১২-৭৪৮	
১৫।	উত্তরা মডেল টাউন	হাউজ নং-১৩, রোড নং-১৪/এ সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।	৮৯৬৪৫৪	

ক্রঃ নং	শাখার নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর	টেলেক্স নং
১৬।	নিউ এলিফেন্ট রোড	৯১, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।	৯৬৬৫৩২৩-৪, ০১৮-২১২৭৪৬	
১৭।	জুবিলী রোড শাখা	২২১, কাদের প্লাজা, চট্টগ্রাম	০৩১-৬৩৭৬৮০-১	
১৮।	নর্থ সাউথ রোড শাখা	২৩, মালিটোলা লেন নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা।	৯৬৬৭৪৬০-১৯ ০১৮-২১২-৭৪৫	
১৯।	মহাখালী শাখা	৫৬-৫৯, আমতলী, মহাখালী, ঢাকা।	৮৭০৪১৯, ৮৭০৫৮৭	
২০।	মিরপুর শাখা, ঢাকা	৫/এইচ-সি, দারুস সালাম রোড মিরপুর, ঢাকা।	৯০০৮১২৩ ৯০১০৬২৩	
২১।	ময়মনসিংহ শাখা	১২, ছোট বাজার, কোতোয়ালী ময়মনসিংহ।	০৯১-৫৩৬১৪	
২২।	জিন্দাবাজার শাখা	জালালাবাদ হাউজ জিন্দাবাজার মেইন রোড কোতোয়ালী, সিলেট।	০৮২১-৭২২০৭৮-৯	
২৩।	মৌচাক শাখা	৯০/এ, ৯০/১, সিদ্ধেশ্বরী রোড মৌচাক, ঢাকা।	৮৪২৩৭৩ ৯৩৩৯০০৬	
২৪।	সৈয়দপুর শাখা	১৩, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লট জিকরুল হক রোড সৈয়দপুর, নীলফামারী।	০৫৫২২১৭০ ২৬২২	
২৫।	ও.আর. নিজাম রোড শাখা	৯৪৩, ও.আর. নিজাম রোড, চট্টগ্রাম।	০১৮৩১০৭৭০, ০৩১৬৫৬৫৬৭-৮	
২৬।	মৌলভীবাজার শাখা	৯৯-১০০, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভীবাজার।	০৮৬১-৫৪১০৬-৭	
২৭।	চৌমুহনী শাখা	৪৫৭/৮৫৮, হাজীপুর, ফেনী রোড চৌমুহনী, নোয়াখালী।	০৩২১-৩০০০	
২৮।	কুমিল্লা শাখা	২৫৭/২৪০, হাজী ম্যানশন মনোহরপুর কোতোয়ালী, কুমিল্লা।	০৮১-৪৫৪৬/৪৬৪৭	
২৯।	যশোর শাখা	৩০, এস. কে. রোড, যশোর।	০৪২১-৭৩৪৯৪, ৭৩৫৬৯	
৩০।	ধানমন্ডি শাখা	আহমেদ টাওয়ার, বাড়ী নং-৫৪, সড়ক নং-৪/এ, সাত মসজিদ রোড ধানমণ্ডি, ঢাকা।	০১৮২১২৭৪৬	

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

প্রধান কার্যালয়
১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

রেভিনিউ স্ট্যাম্প
৮/- টাকা

অনুগ্রহ করে শেয়ার সংখ্যা উল্লেখ করুন

প্রতিনিধি পত্র
(PROXY FORM)

অনুগ্রহ করে ফলিও নম্বর উল্লেখ করুন

আমি / আমরা .....

..... আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর

শেয়ারহোল্ডার এতদ্বারা জনাব / জনাবা .....

..... কে

আমার / আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে ২৩ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ব্যাংকের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং উহার যেকোনো মুলতবী সভায় উপস্থিত থাকার এবং আমার/ আমাদের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য নিযুক্ত করলাম।

আমার/ আমাদের সম্মুখে তিনি ..... তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন।

প্রতিনিধির স্বাক্ষর .....

..... শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

ফলিও নম্বর ঃ

ফলিও নম্বর ঃ

বিঃ দ্রঃ ১। প্রতিনিধি পত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে ৮.০০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে/ শেয়ার বিভাগে (১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা) অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় উহা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষিত স্বাক্ষরের সাথে শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর অবশ্যই মিলতে হবে।

হাজিরা পত্র
(ATTENDANCE SLIP)

আমি অদ্য ২৩ আগস্ট, ১৯৯৯ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করলাম।

সদস্য / প্রতিনিধির নাম .....

ফলিও নম্বর ঃ

শেয়ার সংখ্যা ঃ

স্বাক্ষর .....

তারিখ .....

বিঃদ্রঃ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, নিজে উপস্থিত হলে অথবা প্রতিনিধি পাঠালে হাজিরা পত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সভা কক্ষে প্রবেশের সময় দেখাতে হবে। সভা কক্ষের আসন কেবলমাত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/ প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত।